292645 - কছিু খাবারকে রমযানরে জন্য বশিষ্টিকরণরে হুকুম

প্রশ্ন

আমাদরে মশিরে পবত্রি রমযান মাসে বশিষে কছিু খাবার থাকে; যমেন- কুনাফা, কাতায়ফে, কামারুদ্দীন, ড্রাই ফ্রুটস ইত্যাদি। আমরা যে এলাকাতে থাকি সখোনে একজন তালবিুল ইলম আছনে তনিি বলছনে: ইবাদতরে মাসকে এসব খাবাররে জন্য খাস করা জায়যে হবে না। কনেনা কছিু অভ্যাসকে ইবাদতরে মাসরে দকিে সম্বন্ধতি করা এগুলোকে বদিাতে পরণিত করে। বশিষেতঃ এই খাবারগুলোর মধ্যে এমন কছিু নাই যার মাধ্যমে রোযাদার রোযা রাখার ক্ষত্রেে সহযোগতিা পান। তাই এগুলো ইদ্রয়িগ্রাহ্য উপকরণ বা শরয়ি উপকরণ কোনটার মধ্যইে পড়ে না। এর ভত্তিতিে তনিি বলছনে য: উল্লখেতি খাবারগুলো রমযান মাসে খাওয়া হারাম; অন্যান্য মাসে নয়। তনিি আরও বলছেনে য, তনিি মশিরে কোন একজন আলমেরে নকিট এ কথাগুলো পড়ছেনে। এ বষিয়টরি হুকুম কী?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

কউে কউে রমযান মাসে নর্দিষ্টি কছিু খাবার; যমেন- মষ্টিান্ন ও অন্যান্য খাবার গ্রহণরে প্রথাতে অভ্যস্ত হতে কোন বাধা নইে। এটি বদিাতরে মধ্যে পড়বে না। কনেনা তারা এ ধরণরে বশিষ্টিকরণরে মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার নকৈট্য অর্জনরে আশা করে না। বরং এটি অভ্যাসগত।

বদিাত হচ্ছ-- দ্বীনরে মধ্যে নব প্রবর্তন। দললি হচ্ছ-- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "যে ব্যক্তি আমাদরে শরয়িতরে মধ্যে এমন কছিু প্রবর্তন করে যা এতে নইে সটো প্রত্যাখ্যাত"।[সহহি বুখারী (২৬৯৭) ও সহহি মুসলমি (১৭১৮)]

সংযোজতি বদিাত; যমেনটি বলছেনে শাতবেী; দ্বীনরে মধ্যে নব প্রবর্ততি রাস্তা; যটেি শরয়িতরে প্রতদ্বিন্দ্বী। শরয়িতরে উপর চলার মাধ্যমে যে উদ্দশ্যে করা হয় এই পথে চলার মাধ্যমওে সটোই উদ্দশ্যে করা হয়।

এর মধ্যে রয়ছে:

নর্দিষ্টি কছিু সময়ে নর্দিষ্টি কছিু ইবাদত পালন করে চলা; যভোবে নর্দিষ্টিকরণ শরয়িতে পাওয়া যায়নি। যমেন-- শাবানরে মাসরে ১৫ তারখিে রোযা রাখা ও ১৫ তারখি রাতে ইবাদত পালন করে যাওয়া।[আল-ইতসিাম (১/৫১) থকেে সমাপ্ত]

পক্ষান্তরে, নির্দিষ্ট কিছু অভ্যাস নির্দিষ্ট কিছু সময়ে মনেে চলা বদিাতরে সংজ্ঞায় পড়বে না।

সহহি বুখারীতে (৫৪০৩) সাহল বনি সাদ (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: "আমরা জুমার দনি এলে খুশি হতাম। একজন বৃদ্ধ মহলিা ছলিনে তনিি সলিক (বশিষে ধরণরে ভোজ্য উদ্ভদি) এর মূল সংগ্রহ করে সটোকে পাতলিে রান্না করতনে; সাথে কিছু যব দতিনে। নামায শষেে আমরা তার সাথে দখো করতে যতোম। তখন তনিি আমাদরেকে এটা খাওয়াতনে। এ কারণে আমরা জুমার দনিকে পছন্দ করতাম। জুমার নামাযরে আগে আমরা কোন কিছু খতোম এবং ঘুমাতাম না। আল্লাহ্র শপথ; এ খাবাররে সাথে কোন চর্বি বা তলে ছলি না।"[সহহি বুখারী (৫৪০৩)]

এ হাদসিে এসছেে মহলিা সাহাবী জুমার দনি এ বশিষে খাবার প্রস্তুত করতনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাহাবীগণ জুমার দনিরে অপক্ষো করতনে এবং এ খাবার পাওয়ার কারণে জুমার দনিরে আগমনে খুশি হতনে!!

এখন কি বলা হবে: এটি বদিাত?!

কংিবা:

রমযান মাসে যে খাবার-দাবার প্রস্তুত করা হয় সটোর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাহাবীগণরে জুমার দনিে যা করার অভ্যাস ছলি এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী?!

শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহমি (রহঃ) বলনে: "যে সব অভ্যাসকে নবপ্রবর্ততি বদিাত বলা হচ্ছে সে সব কথা যদি শুনা হয় তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গরে যামানায় যসেব খাদ্য, পানীয়, পোশাক-আশাক ও যানবাহন ছলি না এবং জীবন ধারণরে যে সব উপকরণ তাদরে যামানার পরে প্রবর্ততি হয়ছেে সবকছিুকে নন্দিতি বদিাত হসিবেে গণ্য করতে হবে!!

এ ধরণরে বক্তব্য চূড়ান্ত বাতলি ও মূল্যহীন এবং ইসলামরে মূলনীতি ও উদ্দশ্যে সম্পর্কে চূড়ান্ত অজ্ঞতা। অথচ বদিাত প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বক্তব্য একবোরে স্পষ্ট। বচিক্ষণ ও বুঝবানদরে কাছে তা অজানা নয়। প্রত্যাখ্যাত প্রবর্তন দ্বারা উদ্দশ্যে হচ্ছে-- যা কছিু ধর্মীয় বষিয়ে ঘটবে। যমেন কোন কিছু বৃদ্ধি করা কংিবা এমন কোন পদ্ধতি মনেে চলা যে পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনেে চলতনে না।"[ফাতাওয়াস্ শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহমি (২/১২৮) থকেে সমাপ্ত]

শাইখ মুহাম্মদ বনি উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

"অভ্যাস ও ইবাদতরে মাঝে পার্থক্য:

ইবাদত হচ্ছে: আল্লাহ্র নকৈট্য হাছলি ও তাঁর থকেে সওয়াবপ্রাপ্তরি জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা কছিুর নর্দিশে

দয়িছেনে।

অভ্যাস হচ্ছে: মানুষ খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান, পোশাকআশাক, যানবাহন ও লনেদনে ইত্যাদি ক্ষত্রেে নজিদেরে মধ্যে যা চর্চা করে অভ্যস্ত।

আরকেটি পার্থক্য হল: ইবাদতসমূহরে মূল হুকুম হচ্ছে-- পালন না করা ও হারাম হওয়া; যতক্ষণ পর্যন্ত না এর সপক্ষে কোন দললি সাব্যস্ত হয়। যহেতেু আল্লাহ্ তাআলা বলছেনে: "নাকি তাদরে কতপিয় শরীক আছে, যারা তাদরে জন্য এমন কোন ধর্ম প্রবর্তন করছে, আল্লাহ্ যার অনুমতি দনেনি?!"[সূরা শুরা, ৪২:২১]

পক্ষান্তরে, অভ্যাসসমূহরে মূল বধিান হলো-- বধৈতা; যতক্ষণ না সটেি নষিদ্ধি হওয়ার ব্যাপারে কোন দললি সাব্যস্ত হয়।

অতএব, যদি মানুষ কোন অভ্যাসে অভ্যস্ত হয় এবং তাদরেকে কোন ব্যক্তি বলে: এটি হারাম; তাহলে সে ব্যক্তরি কাছ থকেে দললি চাওয়া হবে। বলা হবে: এটা যে, হারাম সে দললি কোথায়?

পক্ষান্তরে, ইবাদত (উপাসনাসমূহ): যখন কাউকে বলা হবে এটা বদিাত। সে ব্যক্তি বলল: না বদিাত নয়। আমরা তাকে বলব: এটা যে, বদিাত নয় এর দললি কোথায়? কনেনা ইবাদতগুলোর মূল বধিান হল: না- করা; যতক্ষণ পর্যন্ত না এর সপক্ষে কোন দললি সাব্যস্ত হয় যে, এটি শরয়িতসম্মত।"[লকিাউল বাব আল-মাফতুহ (২/৭২) থকেে সমাপ্ত]

তনিি আরও বলনে: "শরয়িতরে পরভিাষায় যটো বদিাত তার মূলনীতি হচ্ছে- আল্লাহ্ যে বধিান দনেনি সে বধিান মত আল্লাহ্র ইবাদত করা।

আপনি চাইলে এভাবওে বলতে পারনে: 'যে পদ্ধতরি উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গ ছলিনে না সে পদ্ধতত্িে আল্লাহ্র ইবাদত করা'। সুতরাং প্রত্যকে যে ব্যক্তি এমন কোন কছিু দয়িে আল্লাহ্র ইবাদত করবে যে বধিান আল্লাহ্ দনেনি, কংিবা যার উপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গ ছলি না-- সে ব্যক্তি বদিাতী। তার সে বদিাত আল্লাহ্র নাম গুণাবলী সংক্রান্ত হোক কংিবা আল্লাহ্র দয়ো বধিি-বধিান ও অনুশাসন সংক্রান্ত হোক।

আর যে বষিয়গুলো অভ্যাসগত; যগেুলো মানুষরে অভ্যাস ও প্রথার অনুসরণ চলে: সগেুলোকে ধর্মগত নবপ্রবর্তন বলে আখ্যায়তি করা হয় না। সগেুলো আভধিানকি দকি থকেে নবপ্রবর্তন হলওে ধর্মীয় বষিয়ে নবপ্রবর্তন নয়। এবং এ ধরণরে প্রবর্তন থকেে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করনেনি।"[মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসাঈলি ইবনে উছাইমীন (২/২৯২)]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।